পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অর্ধ শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাস ১৯৬৭-২০১৯

প্রকাশক ঃ
নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন
২৫ডি, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা

লেখক ঃ
কমঃ অমরেন্দ্রনাথ পোদ্দার
কমঃ তপন কুমার বোস
কমঃ অশোক রায়

প্রচ্ছদ ও প্রুফ রিডার ঃ
কমঃ অমরনাথ বেরা

প্রথম প্রকাশ ঃ
১১ই জানুয়ারী ২০২০

মুদ্রণে ঃ
চৌধুরী প্রেস
২৪২/২ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৪

উৎসর্গ

যাকে না হলে এই ইতিহাস রচিত
হোতো না সেই ইতিহাসের স্রষ্টা
শ্রদ্ধেয় কমরেড মনোরঞ্জন বোসের
কর কমলে

মুখবন্ধ

১৯৬৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের যে পথ চলা তা ৫২ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও বিরামহীন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম নেতৃত্বের হাত ধরে পথ চলা শুরু তা আজও বহমান। বহু চড়াই উতরাই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সে আজও নবীন সতেজ।

পথে মাঝে কখনও কেউ কেউ মতাদর্শের নামে, কখনও বা সামান্য টাকা, পদ বা ট্রান্সফারের জন্য সংগঠন ছেড়ে বা অন্য কোন কারণে সংগঠন ছেড়ে গেলেও ফেডারেশনের পথ চলাকে আটকাতে পারেনি।

বর্তমান সমবায় ব্যাঙ্কের নবীন প্রজন্মের কর্মচারীরা যারা মোটা বেতনে, গ্রাচুইটি, পি.এফ, পেনশন, ছুটির পয়সা নিশ্চিন্ত নিরাপদে মধ্যবিত্তের সুখী জীবনযাপন করছেন। তারা ১৯৬৭ সালের পূর্বের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জীবনযাত্রার কোন ধারণা করতে পারবেন না। না ছিল বেতন কাঠামো, service condition। P.F., Gratuity। Pension কল্প বিলাস। কাজের কোন সময় সীমা নেই। কর্তৃপক্ষের আচরণ ছিল জমিদার সুলভ। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই অবর্ণনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তির দিশারী হিসাবে আর্বিভূত হয়েছিল বি.পি.বি.ই.এ এবং তার প্রবাদ প্রতিম নেতৃবৃন্দ।

বর্তমান নবীন কর্মচারীদের অনেকে বলেন আমরা ট্রেড ইউনিয়ন দেখে চাকরি করতে আসিনি। Pay Scale দেখে এসেছি। কিন্তু তারা জানেন না এই বেতন কাঠামো পেতে তার পূর্বসূরীরা কত আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন।

সংগঠনের বর্তমান সভাপতি, সকলের শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান কমরেড অমরেন্দ্রনাথ পোদ্দার মহাশয় রাজ্য সংগঠনের পক্ষে এই ইতিহাস লেখার ব্রতী হয়েছেন। তাকে সাহায্য করেছেন তপন কুমার বোস ও অশোক রায়। প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে এই লেখা গ্রহণীয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে উৎসাহিত করে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কমরেড প্রভাত কর

জন্ম—১৩.১০.১৯১০ মৃত্যু—২৭.১১.১৯৮৪

সভাপতি

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন

১৯৬৭-১৯৮৪

সাধারণ সম্পাদক, এ.আই.বি.ই.এ ১৯৫৩-৮০

সভাপতি এ.আই.বি.ই.এ ১৯৮০-৮৪

সভাপতি এ.আ.বি.ও.পি ১৯৮১-৮৪

লোকসভা সদস্য ১৯৫৭-৬৭

জন্ম—২.০৭.১৯২৫ মৃত্যু—৩০.০৫.২০১৬

কমরেড সুশীল ঘোষ

সভাপতি ঃ এআইসিবিএফ

সহসভাপতি ঃ এবিসিবিইএফ

দেবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী

সাদারণ সম্পাদক

১৯৭৯-১৯৯৩

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাস

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের জন্ম লগ্নের আগে সমবায় ব্যাঙ্কেরও কর্মচারীদের অবস্থান কেমন ছিল তা জানার আগ্রহ থেকে কিছুটা জানা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে সমবায় আইন পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন শুরু হয়। ১৯০৪ সালে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গঠন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ক্রেডিট সোসাইটি গঠনের মধ্য দিয়ে আরবান এলাকায় মানুষের কর্জ দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী কালে এই সমিতিগুলির অগ্রগতির জন্য আরবান ব্যাঙ্ক অর্থাৎ শহর সমবায় ব্যাঙ্ক রূপে পরিচিতি হয়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি সমিতিগুলিকে কর্জের জোগান দিত কিন্তু চাষীর কৃষিকাজ (শস্য উৎপাদন) ছাড়া অন্য প্রয়োজনে কর্জ পায়নি। সেচ ব্যবস্থা, জমির উন্নয়ন, মাছ চাষ, জমি খরিদ প্রভৃতির জন্য কর্জের প্রয়োজনের তাগিদ বাড়তে শুরু হলো। Land Mortgage ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। স্থির হলো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী কর্জের যোগান দেবে ও Land Mortgage ব্যাঙ্ক (long term) দীর্ঘমেয়াদী কর্জ দিতে পারবে। দিনের পরিবর্তন ও মানুষের তাগিদের সাথে সাথে তিন ধরনের সমবায় ব্যাঙ্কে সংখ্যা, পরিধি ও কর্মচারী নিয়োগ শুরু হলো। যথাযথ নিয়ম না থাকলেও ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকমণ্ডলী তাদের পরিচিত ও কাজের লোক নিয়োগ করলে দিন দিন কর্মচারী সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

ব্যাঙ্কগুলোতে কর্মচারী কোন সংগঠন ছিল না। কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের ভাল মন্দের অংশীদারীও ছিল না। কোন সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন সুষ্ঠ ও সঠিক ছিল না যে ব্যাঙ্ক যেমন খুশি বেতন দিত—তাতেই কর্মচারীরা সন্তুষ্ট থাকতো কিন্তু কর্মচারীদের মধ্যে কম বেতনের বা কাজের নিয়মের ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ করার পথ খুজে পায়নি। ব্যাঙ্ক কর্তপক্ষ অপছন্দের কর্মচারীদের মুখের কথায় চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতো প্রতিবাদ বা পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। বেশীর ভাগ কর্মচারী শুধু কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল প্রতিষ্ঠানের ভাল মন্দ ও অগ্রগতির খেয়াল রাখেনি। ১৯৬০ দশকেও ৫০।১০০ টাকা বেতনে কাজ করতে হয়েছে। না ছিল গ্রাচুইটি, না ছিল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, না ছিল নিয়মানুযায়ী ছুটি সবই নির্ভর করতো কর্তৃপক্ষের উপর। ১৯২৬ সালে Trade Union Act হলেও কোন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে জাগরণ হয়নি। শুধু সমবায় ব্যাঙ্ক নয় ১৯৪৬ সালের আগে দেশের বড় বড় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অনিয়মের জালে আটকে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করতে হতো। জানা যায় রাত্রি ৯।১০টার আগে ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া পেত না। এমতাবস্থায় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের কেমন ছিল সহজেই অনুমান করা যায়। এমনও জানা যায় শুধু ব্যাঙ্কে কাজ করলে শেষ হতো না ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিজের ও বাড়ীর কাজও কাউকে কাউকে করে দিতে হতো।

শহর ভিত্তিক বড় বড় ব্যাঙ্ক শিক্ষিত পরিবারের লোকেরা কাজ করলেও সমবায় ব্যাঙ্কে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা বেশী সংখ্যক ছিল। তাদের পরিবারের আর্থিক দৈন্যতা লেগেই ছিল। সামান্য বেতনে ভরণপোষণ চলতো না। সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান

ছিল না। স্বাভাবিকভাবে নিজেদের সহমর্মিতা গড়েনি। সমবায় আন্দোলন ও ব্যবস্থা শহর গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মীদের তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত পরিবেশ ও আর্থিক সংগতি কোনটাই ছিল না।

১৯৬৭ সালে যদি সমবায় ব্যাঙ্কে কয়েকজন কর্মীর উদ্যোগ ও বি.পি.বি.ই.-এর সহযোগিতা না থাকলে আজ হয়ত কর্মচারীরা কেমন থকতো বলা কঠিন। আমাদের আশে পাশে এখনও সমবায়ে যুক্ত হাজার হাজার কর্মী আছে তাদের টেনে আনলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটা বৃহত্তর জায়গায় পৌছে যেতে পারে সঙ্গে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সার্থক হবে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। সেই শক্তি সঞ্চয় করার জন্য আমাদের দরাকর চাই ঐক্য, সহনশীলতা, শিক্ষা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা।

১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুযায়ী ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ও কর্মচারীদের ট্রেড ইউইনয়ন গঠন হলেও ব্যাঙ্ক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন হয় এর অনেক পরে। ১৯৪৬ সালে ২০শে এপ্রিল নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির (AIBEA) পথ চলা শুরু হয়। এই সংগঠন বেশীরভাগ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিয়ে গঠন হয়েছিল। তখন সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার বিষয়ে ভাবনাতেই আসেনি। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কতিপয় কর্মচারীদের উদ্যোগে বি.পি.বি.ই.এর সহযোগিতায় ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ কমঃ প্রভাত কর ও সকলের প্রিয় নেতা কমঃ মনোরঞ্জন বোসের তৎপরতায় বারাসাত শহরে ১৯৬৭ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য সংগঠন "নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন" গঠন হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যের সকল জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের সংগঠনের বিস্তার লাভ করে। রাজ্য সংগঠন ৫২ বছর ধরে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে, সমবায় আন্দোলন এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবীগুলি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। সমবায় আইনের ৫৩(৭) ধারা বাতিল, দুর্বল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের অন্তর্ভূক্তি, সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য কৃষ্ণমূর্ত্তি পে-কমিটি, ভক্তিভূষণ মণ্ডল পে কমিটি, শ্রম আদালতের এওয়ার্ড, সাফল্য এসেছে।

১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৯ দীর্ঘ ৫২ বছর নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন আন্দোলন সাংগঠনিক নানা ঘটনা অতিক্রম করে আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান। ইতিহাস লেখনীর মধ্যে সব ঘটনার বিবরণ না থাকলেও বিশেষ বিশেষ ঘটনা নতুন প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে, আশা করি।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (পূর্বতন নাম ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক) ও শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কর্মচারী সংগঠনের রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন। যার জন্ম হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বারাসাত শহরে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যস্তরে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি

শুরু হয়েছিল কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের উৎসাহে ও বঙ্গীয় কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ কমরেড প্রভাত কর, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কমরেড মনোরঞ্জন বোস, কমঃ সুশীল ঘোষ ও কমঃ অজিত ব্যানার্জী-র আন্তরিক সহযোগিতা ও নেতৃত্বে সংগঠন গড়ার কাজ চলতে থাকে। ১৯৬৭ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর বারাসাত শহরে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি কনভেনশান ডাকা হয়। ঐ কনভেনশনে বিভিন্ন জেলা থেকে সমবায় ব্যাঙ্কের যে সকল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নদীয়া জেলার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাংশু রঞ্জন দত্তগুপ্ত, বর্ধমানের অমল ব্যানার্জী, বারাসাতের বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও রাখাল রাজ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে বিরতি দে ও দূর্গা ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদের প্রদীপ মজুমদার, হাওড়ার প্রভাত মিত্র ও শিবশঙ্কর গাঙ্গুলী সহ আরও অনেকে ঐ কনভেনশনে যোগদান করেছিলেন। সারাদিন, সমবায় ব্যাঙ্ক, কর্মচারীদের অবস্থান ও সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন কমঃ প্রভাত কর যিনি আমৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমঃ মনোরঞ্জন বোস এবং বিভিন্ন জেলা আগত বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা রাজ্য কমিটিতে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। রাজ্য কমিটি গঠনের কথা প্রচারের আলোতে আসায় জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রিয় মনাদা বহুদিন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। একজন বিদেশী ব্যাঙ্কের কর্মচারী হয়ে সমবায়ের মত দুর্বল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন জ্ঞানহীন কর্মচারীদের নিয়ে সংগঠন গড়তে ও লড়তে যে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তা জেনে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল। তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন জ্ঞান আমাদের উজাড় করে দিয়েছেন কতটুকু নিতে পেরেছি তা আমরা নিজেরাই জানিনা। গত ৫২ বছর ধরে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা যে সকল আন্দোলন সংগঠিত করেছে এবং যে যে সমস্যা সামনে এসেছে তা সমাধানের পথ দেখিয়েছে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় 'মনাদা'। তার পরামর্শ আমাদের চলার পথ সুগম করেছে। কমঃ বোস ৯৩ বছরে পদার্পণ করলেও আজও ফেডারেশনের প্রতি তার মমত্ববোধ একবারে জাগ্রত। তার চাকুরি জীবনে, সংগঠনের সভ্যদের জন্য লড়তে কখনও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষে শোকজ চার্জসিট, সাসপেণ্ড বা বরখাস্তকে ভয় পায়নি। আজ আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কর্মচারীরা ক'জন এসব ভয় উপেক্ষা করে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারি? ২০১৭ জানুয়ারীতে চেন্নাই অনুষ্ঠিত এ.আই.বি.ই.এ.-র সম্মেলনে মনোরঞ্জন বোসকে সম্বর্ধনা দেওয়ার মুহূর্তে ৪/৫ হাজার ব্যাঙ্ক কর্মীদের করতালি উচ্ছাস আজও প্রমাণ করে তার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

সংগঠন গড়ার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর সংগঠনকে আরও মজবুত দৃঢ় ও রাজ্যব্যাপি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে বহরমপুর শহরে প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমঃ প্রভাত কর এবং কমরেড মনোরঞ্জন বোস সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই।

১৯৭৩ সালে ২৫ থেকে ২৭শে আগষ্ট ৩দিন মেদিনীপুরে ফেডারেশনের ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাড়ম্বরে। সাধারণ সম্পাদক কমঃ মনোরঞ্জন বোসের হাতে লেখা ১২/১৪ পাতার

রিপোর্টটি সভায় পেশ হয়। ঐ রিপোর্টে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়। ভিয়েতনামে মানুষের সংগ্রামে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও আমাদের পড়শী দেশ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এই ২টি দেশের মানুষের লড়াই ছিল বাঁচার ও স্বাধীনতার। ১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচন মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন হয়। গরীবি হটানোর প্রতিশ্রুতিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। সরকারের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। রাজন্যভাতা বিলোপ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণ মধ্য দিয়ে দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে। দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিকল্প হিসাবে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সমবায় আন্দোলন জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন আনতে ১৯৬৭ সাল থেকে ফেডারেশন আহ্বান জানিয়েছিল। অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট রিভিউ কমিটির রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর উপর ভিত্তি করে ফেডারেশন সমবায় ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন করেছে। ১৯৭২ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বারাসাত ও বনগাঁ শাখার কাজ স্থগিত রাখার পর থেকেই ফেডারেশনের আন্দোলন আরও জোরদার করা হয়। ফেডারেশনের নির্দেশে বিভিন্ন জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের ইউনিয়নগুলি, সেমিনার, গণস্বাক্ষর সংগ্রহে, অবস্থান চালিয়ে অযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী অপসারনের ও সরকারী অর্ডিন্যান্সজারীর পথ প্রশস্ত করেন। একমাত্র ফেডারেশনই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি ছাতার তলায় আনার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। এই ফেডারেশন তিন ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠিত করেছে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও শহর সমবায় ব্যাঙ্ক। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সংগঠিত করতে মেদিনিপুর জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কর্মচারী বিরতি দে-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি নামে একটি সংগঠন করা হয়েছিল। কমঃ দে তার কর্ম তৎপরতা দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে সারা রাজ্যে ছোট ছোট জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের উৎসাহিত করে সংগঠনে আনতে চেষ্টা করা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে 'ভূমি ব্যাঙ্ক কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে সংগঠনের স্বার্থে ও ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে এই সংগঠন ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৯৭৫ সালে ৯ থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী মালদহ শহরে নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকলের প্রিয় কমঃ মনোরঞ্জন বোস নিজের হাতের লেখা সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনটি পাঠ করেন। আন্তর্জাতিক ও দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিত তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত খসড়া সমবায় আইন ও নিয়মাবলী প্রচারিত হয়। ১৯৭০ সালের ৫ই মে থেকে ১১ই মে ব্যাপী ফেডারেশন ধর্মঘট, মিছিল ও মিটিং-এর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করার ফলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ও অন্যান্য আইনের সুযোগ সুবিধা থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত হবে না এবং বর্তমান চাকুরীতে যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে তা বজায় থাকবে নিশ্চিত করা হয়। সমবায় রুলে উল্লেখিত ৫৩(৭) ধারা

যা কর্মচারীদের বক্তব্য পেশ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল ফেডারেশনের তৎপরতার ফলে ঐ ধারা সমবায় রুল থেকে বাতিল করা হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বেআইনী কার্য্যকলাপ ফেডারেশন দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। কমঃ সুজিত বসুর বেআইনী পদচ্যুতি শ্যাম তদন্ত কমিশনের কাছে উত্তর ২৪ পরগনা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সম্পর্কে অন্যায় অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কর্মী কমঃ রমেশ দাসের অন্যায় পদচ্যুতি, কুচবিহার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কমঃ অমলেন্দু বল বেআইনী বরখাস্ত ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপ বন্ধের অপচেষ্টা হয়েছে। ফেডারেশনের অন্যতম নেতৃত্ব হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী সংগঠনের কমঃ অনজ রায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বেআইনী কাজের প্রতিবাদ করায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সরাসরি চাকুরী থেকে তাকে বরখাস্ত করে। ফেডারেশন তৎপরতার সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়। মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন ও আন্দোলন সংগঠিত করে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ বি.পি.বি.ই.এ. সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মাচারীদের পাশে দাঁড়ায়। দীর্ঘ আন্দোলন ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে কমঃ অনজ রায়ের চাকুরীতে পুনরায় বহাল হয়।

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ফেডারেশনের জন্মের পূর্বেই গঠন ও বি.পি.বি.ই.এর অন্তর্ভূক্ত হয়। এছাড়া বর্ধমান ও কালনা কাটোয়া সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ও বি.পি.বি.ই.-এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ফেডারেশন বি.পি.বি.ই.-এর অন্তর্ভূক্তির পরে বি.পি.বি.ই-এ রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতিকে পৃথকভাবে ফেডারেশনের জন্ম পূর্বক আর অনুমোদন থাকবে না।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের চতুর্থ সম্মেলন ১৯৭৬ সালের ২১শে আগষ্ট থেকে ২৩শে আগষ্ট বর্ধমান শহরে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জন্মের ৯ বছর পর। ইতিমধ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অগ্রগতি ও কর্মচারীদের জীবন জীবিকার অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনে মিছিল, মিটিং ও আন্দোলন সংগঠিত করেছে। গ্রামের মানুষের বিশেষ করে কৃষকদের সহজশর্তে ঋণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে প্রচেষ্টা থাকলেও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে আস্থা রাখতে না পেরে "গ্রামীন ব্যাঙ্ক" গঠনের সরকারী উদ্যোগে একটি তৃতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করে। সারা ভারতবর্ষে ৫০টি ব্যাঙ্ক খোলা হবে যার প্রত্যেকটির জন্য ১০০টি শাখা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল আরও অধিকতর দরিদ্র মানুষের ঋণ দেওয়া হবে। অন্য ব্যাঙ্কের তুলনায় কম খরচে। কিন্তু ফেডারেশন বক্তব্য ছিল সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিকাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুললে গ্রামের মানুষের ঋণ দাদনের সহযোগী শক্তি হিসাব কাজ করবে। ফেডারেশন সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিকাঠামো পরিবর্তনের জন্য দ্বিস্তর প্রথা চালু করতে প্রচার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও শহর সমবায় ব্যাঙ্ক উভয়কেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। বহু আন্দোলনের পর সমবায় আইনে আমানত বীমা ধারা যুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির রাজ্যস্তরে একটি ফেডারেশন গঠিত হয়। শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কিত সুপারিশগুলি কার্য্যকর করতে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মীদের উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান হয়। নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ১৯৭৬ সালের

অক্টোবর মাসে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ২য় মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি অমৃতসর সম্মেলনে সারা ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠিত করার অবদানকে সমবায় কর্মচারীরা মনে রাখবে। কৃষ্ণমূর্তি পে-কমিটির সুপারিশ সকল সমবায় ব্যাঙ্কে কার্যকর হয়নি তবু বেতনহার সংশোধনের প্রয়োজন ও দাবী ছিল। কর্মচারীদের মধ্যে দ্বিধা ছিল বেতন হারের দাবী এখনই করা উচিত কিনা।

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও ঐ সংগঠনের মধ্যে মত পার্থক্য থাকার জন্য ইউনিয়নকে সংযুক্তিকরণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়নি। ফেডারেশন আশা প্রকাশ করেছিল রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের একটি বড় শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

ফেডারেশনের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে ১৯৭৯ সালের ১২ই মে থেকে ১৪ই মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ভারতে ও রাজ্যে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭১ সালে জাতীয় কংগ্রেস দল বিপুল জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতায় ফিরলেও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার জন্য শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। রাজ্যেও কংগ্রেস সরকারের পতনের ফলে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কেন্দ্রে বা রাজ্যে শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটলেও সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর দূরাবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭৭ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বেতন বিন্যাসের দাবীতে উত্তাল হয়ে উঠে। নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারী ধর্মঘট পালনের ব্যাঙ্ক শিল্পে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে ধর্মঘটগুলিতে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা সামিল হয় এবং তাদের দাবীগুলিকে তুলে ধরে। ১৯৭৭ সালে ৯ই আগষ্ট ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ মাননীয় সমবায় মন্ত্রীর কাছে সমবায় বিষয়ে ফেডারেশনের মতামত জানিয়ে স্মারক পত্র জমা দেন। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

১। সমবায় দুর্নীতি সম্পর্কে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন ও সমবায় আইনের ৮ ধারায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা।
২। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ।
৩। প্রাথমিক সমিতিতে ক্ষুদ্রচাষী ও ভূমিহীনদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া।
৪। ঋণদান পদ্ধতির সরলীকরণ।
৫। সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ডেপুটেশন প্রথা প্রত্যাহার।
৬। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় রুল থেকে ৫৩(৭) ধারা বাতিল করা।
৭। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন ও চাকুরী শর্ত সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য শ্রম আদালত গঠন করা।
৮। সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীতে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

এই সময়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চাষীদের ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণ ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করতে রাজি হয় এবং সুদের ক্ষেত্রেও গরীব-চাষীদের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করে। বদলী, পদোন্নতি ও অবসরের বয়স প্রভৃতি দাবীগুলি পূরণ না হওয়ায় ফেডারেশনের কার্য্যকরী কমিটির ডাকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ একদিনের ধর্মঘট ও জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্যের ২/১টি জেলা ছাড়া সর্বত্রই সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সহযোগিতায় বিধাসভায় ৪৪টি ব্যাঙ্কের কর্মচারী ইউনিয়নের স্মারকপত্র পেশের জন্য অনুষ্ঠিত মিছিলটি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করে তোলে।

আমাদের সকলের প্রিয় কমঃ মনোরঞ্জন বোস কাঁথিতে ৫ম সম্মেলন পর্য্যন্ত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রায় ১২ বছর আসীন ছিলেন। অনেক আগে থেকেই তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে থেকেই হওয়া উচিত। কিন্তু ফেডারেশনের জন্ম লগ্ন থেকে বিশাল মাপের নেতা সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকায় তাঁর জায়গায় অন্য কেউ দায়িত্বের বিষয় ভাবতে পারেনি। কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের আলোচনায় ফেডারেশনের সহ-সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক ও কমঃ মনোরঞ্জন বোস কার্য্যকরী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন কাঁথি সম্মেলনে।

১৯৮০ সালে ২৭ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর ফেডারেশনের ৬ষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ জেলার সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা রাজ্য সম্মেলনে সাফল্য আনতে জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও শহরের বিশিষ্ট মানুষদের সমবেত করার ব্যবস্থা করেছিল। বিশেষ করে ঐ বছর জেলায় সকল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছিল। জেলায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন হিসাবে ঐ কো-অর্ডিনেশন কমিটি কাজ করছিল। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কর্মচারী সমিতি জেলায় জেলায় রাজ্য কমিটির ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলন কৃষ্ণনগরে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ কমঃ প্রভাত কর ফেডারেশনের জন্ম লগ্ন থেকেই সভাপতি ছিলেন। কৃষ্ণনগর শহরে তার পর্দাপণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের খুব উৎসাহিত করেছিল। ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বলেছিলেন যে হারে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামীদিন ব্যাগভরে টাকা নিয়ে যেতে হবে পকেট ভরে বাজার করতে হবে। সংগঠনে কর্মচারীদের একনিষ্ঠতা থাকলেও ইউনিয়নগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না কারণ সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সামান্য বেতনে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জন্ম লগ্ন থেকেই ফেডারেশনের বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিরা থাকা খাওয়া সাধারণ ভাবেই করতেন। তাই কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন স্কুল বাড়িতে বিচুলীর উপর শতরঞ্চী পেতে শুতে হয়েছিল সম্মেলনে আসা প্রতিনিধিদের।

কর্মচারীদের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল সংগঠনের শ্রেষ্ঠ মূলধন। সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছিল অভ্যর্থনা সমিতি। বিশিষ্ট সমবায়ী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও অধ্যাপকের লেখা ঐ স্মরণিকাকে

সমৃদ্ধ করেছিল। তার মধ্যে নাট্যকার ও বিশিষ্ট সমবায়ী মন্মথ রায়ের লেখার একটি লাইন তুলে ধরছি। তিনি ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু এওয়ার্ড সর্ব্বোচ্য সাহিত্য সন্মান পেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মণিষীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। লেখার শেষে তাঁর মতামত ছিল "সমবায় মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতের পক্ষে এই পথই বোধ হয় কাম্য।"

ফেডারেশনের পরবর্ত্তী ৭ম সম্মেলন ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮২ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী অ্যাসোশিয়েশন রাজ্য সম্মেলন সাফল্য আনতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আশির দশকে জেলা শহরে লজ বাড়ী বা হল ছিল না। ছুটির দিনে স্কুল বাড়ীতে সম্মেলনের সভা করা থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সম্মেলনে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রিয় নেতা ও ফেডারেশনের সভাপতি কমঃ প্রভাত কর দৃঢ়তার সঙ্গে ও কঠোরভাবে সংগঠনে সংহতি ও ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী শক্তির পর্যুদস্ত করার পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগঠনের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি বিশেষ করে মত পার্থক্যের বিষয়গুলি আলোচনা করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ সৃষ্টি করে সংগঠনকে দৃঢ় ও সুসংহত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠিত করতে ও সমবায় আন্দোলনকে প্রসারিত করতে ফেডারেশনের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন ১৯৮৫ সালের ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুন হুগলী জেলায় সদর শহর চুচুঁড়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেলার ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সহযোগে বণ্যাঢ্য মিছিলের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের সাফল্য আনতে হুগলী জেলার সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তৎপরতা প্রশংসা অর্জন করেছিল। সম্পাদক মহাশয় তার রিপোর্ট উল্লেখ করেন পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার হবার ফলে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত দাবীগুলি কার্য্যকর হবে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রী করণের মধ্য দিয়ে সমবায় সংস্থাগুলি গণ-আন্দোলনের মাধ্যমরূপে গড়ে উঠবে। সমাজের অবহেলিত দুর্বল, আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী জীবিকার ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্ত আমরা আশাহত রাজ্য সরকার বাস্তবরূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৮৯ সালের ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে ফেডারেশনের নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিউড়ী সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা রাজ্য সম্মেলনের সাফল্যের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। একটি স্কুল বাড়ীতে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের আকস্মিক মৃত্যুতে সম্মেলনের খানিকটা ছেদ পড়লেও প্রতিনিধিরা ও নেতৃত্ব শোকাহত হৃদয়ে সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। বি.পি.বি.ই.এ.-র সাধারণ সম্পাদক অজিত ব্যানার্জী উপস্থিত থেকে তার সুবক্তৃতায় সকলকে উৎসাহিত করেন। কমঃ মনোরঞ্জন বোস, কমঃ সুশীল ঘোষ, কমঃ দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি, কার্য্যকরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

বহু আন্দোলন পেরিয়ে ফেডারেশনের ২৫ বছরের 'রজত জয়ন্তী' সম্মেলন (দশম সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হলো কোলকাতায়। সময় ছিল ১৯৯৩ সালের ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই জুলাই। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের

কাছে এই সম্মেলন ছিল আশা ও আকাঙ্ক্ষার। দেশে কংগ্রেস সরকারের দুর্বল অবস্থা, রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড, বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ বাড়ছে, বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির অনুপ্রবেশের পথ সুগম হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বেতন সংশোধন শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে শ্রম আদালতে পাঠানো হলে দীর্ঘ দিন লড়াই ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পে-স্কেল পূর্বেই শ্রম আদালত অন্তর্বর্ত্তীকালীন অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ৯টি ব্যাঙ্কের অনুমোদন শ্রম আদালত দেননি। সারা দেশে ঋণ মকুবের ফলে সমবায় ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিবর্তন হয়। ফেডারেশনের দাবী অনুযায়ী পূর্বের মত সরকার একটি পে-কমিটি তৈরী করেন, রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সভাপতি মাননীয় ভক্তিভূষণ মণ্ডল মহাশয়ের নেতৃত্বে। ফেডারেশনের দাবী অনুযায়ী ঐ কমিটিতে কমঃ সুশীল ঘোষ, কমঃ মনোরঞ্জন বোস ও কমঃ তপন বোস সভ্য হয়েছিলেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিরা নানা বিষয়ে বক্তব্যে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, যোগাযোগ বাড়াতে, ফেডারেশনের কাজ আরও গতি আনতে কমঃ তপন কুমার বোসকে রজত জয়ন্তী সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মচারী ফেডারেশনের পরবর্ত্তী অর্থাৎ একাদশ রাজ্য সম্মেলন ১৬, ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর '১৯৯৫ সালে হাওড়া জেলায় বেলুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া জেলার ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা সুন্দর মিছিলের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনে বি.পি.বি.ই.এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য দিয়ে অধিবেশকে সমৃদ্ধ করেন। সাধারণ সম্পাদক তার রিপোর্টে দেশের রাজ্যের সংগঠন ও দাবীর বিষয়ে উল্লেখ করেন। এছাড়াও এ.আই.বি.ই.এ. ও বি.পি.বি.ই.এর ভূমিকা নিয়েও নানা তথ্যও উল্লেখ করেন। ট্রাইবুন্যাল পে-স্কেল সংক্রান্ত চাকুরীশর্তর বিষয়, বোনাস, পি.এফ. পেনশন, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পূর্ণগঠন, মডেল অ্যাক্ট, ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিতে বি. আর. অ্যাক্টের আওতায় আনা, সমবায় সংগ্রামকে আরো প্রচারে নিয়ে আশা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় বিশেষ স্থান পায়। সম্মেলনের শেষ দিনে সভাপতি মনোরঞ্জন বোস, কার্য্যকরী সভাপতি সুশীল ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার বোসকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সম্পাদকমণ্ডলী গঠন হয়।

দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর '১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সংগঠন, জাতীয় পরিস্থিতি এ.আই.বি.ই.এর সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলন, বেতন কাঠামো, চাকুরী শর্তাবলী, কেন্দ্রীয় সংগঠনের সম্মেলন তামিলনাড়ুতে নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য নিয়ে সেমিনারের সিদ্ধান্ত, ব্যাঙ্ক শিল্পের অবস্থা, পেনশন প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। সকল সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের পি.এফ.-এর টাকা পি.এফ. কমিশনারের অফিসে জমা দিয়ে পি.এফ. কমিশনারের আওতায় আসতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হয়।

ফেডারেশনের ১৩তম রাজ্য সম্মেলন বাঁকুড়া শহরে ২০০১ সালে ২০, ২১ ও ২২শে জানুয়ারীতে জেলার ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আয়োজন করেছিলেন, সাধারণ সম্পাদক প্রতিবেদনে সকল প্রতিনিধির মন ছুতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ১৪তম রাজ্য সম্মেলন মেদিনীপুর জেলার দীঘাতে ২২, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর ২০০৩ অনুষ্ঠিত হয়। দীঘার সমুদ্রতটের কাছাকাছি একটি বিরাট হোটেলে প্রতিনিধিদের থাকার ও সভা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আয়োজক হিসাবে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যোগদান করা ও ভ্রমণ একই সঙ্গে হওয়ায় তারা উৎফুল্ল ছিল। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে অভ্যর্থনা সমিতির ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

ফেডারেশনের ১৫তম রাজ্য সম্মেলন পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে রবীন্দ্রভবনে ১২ই নভেম্বর থেকে ১৪ই নভেম্বর ২০০৫। সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ছিল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারী অ্যাসোশিয়েশন। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি সুন্দরভাবে করতে সক্ষম হয়েছিল। সংগঠনের ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সম্মেলনের মূল আয়োজক কম. মানষ ঘোষ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই.অকালে পরলোকগমন করেছেন। তিনদিনের সম্মেলনে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে নানা দাবীর কথা উঠে আসে—বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ চালু করা, শহর সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য শীর্ষ ব্যাঙ্ক গঠন, এ.আর.ডি.বি. ব্যাঙ্কে বি.আর. অ্যাক্ট চালু করা, সমবায় ব্যাঙ্কে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বন্ধ করতে হবে, শ্রম আদালতে বিচারাধীন বেতন কাঠামো ও চাকুরীর শর্তাবলীর দ্রুত মীমাংসা প্রভৃতি। সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন, ব্যাঙ্ক ও কর্মচারী স্বার্থে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দেখতে দেখতে নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ৪০ বছর পার হয়ে গেল। ১৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, ১৯, ২০ ও ২১শে জানুয়ারী '২০০৮ সালে পুরুলিয়া শহরে 'রবীন্দ্রভবনে' দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নগরে। তিনি ছিলেন আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রিয় নেতা, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি আন্দোলনের পথিক। ৭ই জানুয়ারী '২০০৮ আমাদের ছেড়ে চলে যান। প্রায় ১৪ বছর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। সর্বভারতীয় বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনরে ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এক সময় রাণাঘাট পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মৃদুভাষী মিষ্টি হাসির ব্যক্তি ও সততার প্রতীক দেবেনদাকে আমরা ভুলতে পারবো না। পুরুলিয়া শহরে তিনদিনের সম্মেলনে তাকে বেশী করে মনে পড়ছে। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক তপন বোস প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিস্থিতি ছাড়া সাংগঠনিক, কেন্দ্রীয় সমবায়, এ.আর.ডি.বি. ও আরবান ব্যাঙ্ক সেক্টরের বিস্তারিত তথ্য রিপোর্টিং তথ্য সহ উল্লেখ করেন। বৈদ্যনাথন কমিটির রিপোর্ট সমবায় আইন ব্যাঙ্ক শিল্প, আমাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন বি.পি.বি.ই.এ.-র বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদনটি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছিল। সমবায় আন্দোলন ও কর্মচারীদের স্বার্থে নিম্নলিখিত দাবীগুলি রূপায়ণ করতে আহ্বান জানান হয়।

১। বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ চালু করা।

২। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি শীর্ষ ব্যাঙ্কের শাখায় রূপান্তরিত করা।

৩। সুদ কমিয়ে সবরকম ঋণের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

৪। শহর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীকরণ চাই।

৫। আমলাতন্ত্রের আধিপত্য কমিয়ে গণতান্ত্রিক সমবায় আইন চালু করা।

৬। সমবায় ব্যাঙ্ক দুরাবস্থার কারণ খুঁজতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা।

৭। সকল সমবায় ব্যাঙ্ক একই ধরণের পে-স্কেল ও চাকুরীর শর্তাবলী চালু করা।

৮। সকল কর্মচারীদের জন্য পেনশন প্রথা চালু করতে হবে।

৯। শ্রম আইন লঙ্ঘন করে কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হরণ করা চলবে না।

১০। মৃত্যুজনিত বা দুর্ঘটনার ক্ষমতা হারালে পরিবারের একজনকে চাকুরী দিতে হবে।

এই সম্মেলনে ২২জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম রাজ্য সম্মেলন বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ঠিক ৪৩ বছর পর পুনরায় ফেডারেশনের ১৭তম রাজ্য সম্মেলন ১৫, ১৬ ও ১৭ই জানুয়ারী ২০১১ বহরমপুর শহরে প্রভাত কর নগরে (ঋত্বিক সদন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনের কিছুদিন আগে অর্থাৎ ২০১০-এর ২রা ও ৩রা অক্টোবর কোলকাতায় যুব কেন্দ্রে ফেডারেশনের উদ্যোগে সমবায় কৃষি ও গ্রাম্য উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। ফেডারেশনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, এ.আই.বি.ই.এ নেতৃত্ব ও বি.পি.বি.ই.এ-এর নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত এ.আই.বি.ই.এ-এর সভাপতি রাজেন নগর, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী অশোক ব্যানার্জী, রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী গোবিন্দ রায়। ফেডারেশনের সভাপতি মাধব রাও, সাধারণ সম্পাদক পি. বালকৃষ্ণণ, উপ-সাধারণ সম্পাদক শ্রী তপন কুমার বোস।

বহরমপুরে সপ্তদশ সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কর্মচারী ইউনিয়ন অভ্যর্থনায় মুখ্য দায়িত্বে ছিল। জেলার বি.পি.বি.ই.এ. কমিটি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরূপ দত্ত সম্মেলনের সকল কাজ পরিচালনা করেন। প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা ও কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে প্রতিনিধিরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২০১১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ২৫ বৎসর উৎসব অর্থাৎ রজত জয়ন্তী উদযাপন। রাজ্য ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৫ বছর উৎসব উদযাপন খুবই সাড়ম্বরে করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এ.আই.বি.ই.এ.-র সভাপতি রাজেন নাগর। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পি. বালাকৃষ্ণণ, সভাপতি মাধব রাও, কোড্ডা রেড্ডি আরও অনেক সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। রাজ্য ফেডারেশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণের এই উৎসবে ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ও উপদেষ্টা শ্রী মনোরঞ্জন বোস উপস্থিতি ও পরামর্শ আমাদের উজ্জীবিত করেছিল। নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের

প্যাকসের কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ও রাজ্যস্তরে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তারই ফলস্বরূপ ২৫ বৎসরের উৎসবে মহাজাতি সদনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্যাকসের কর্মচারীদের উপস্থিতি আমাদের উৎসবকে আরও সাফল্য এনে দিয়েছিল। মহাজাতি সদনে ঐদিন মঞ্চ থেকে প্যাকসের কর্মচারীদের জন্য পে-স্কেল ও চাকুরীর শর্তাবলীর দাবী সনদ ঘোষণা করা হয় এবং ছাপা বুকলেট বিলি করা হয়। কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের অষ্টাদশ সম্মেলন ২১শে ডিসেম্বর ও ২২শে ডিসেম্বর '২০১৩ কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সাফল্য আনতে কোচবিহার এ.আর.ডি.বি.-র কর্মচারী বন্ধুরা উদ্যোগ নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে। জেলার বি.পি.বি.ই.এ. কমিটির নেতৃবৃন্দও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সম্মেলনে বি.পি.বি.ই.এ. ও ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের পরিষদীয় সচিব (পূর্ত দপ্তর) বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পৌরসভার পৌরপিতা, এ.আর.ডি.বি.-র চেয়ারম্যান সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন। এলাকার বিভিন্ন ইউনিট সুন্দর নাচ ও গানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয় আগামী সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ সম্মেলন কোলকাতায় করা হবে এবং ২৫জনকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়।

সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য সংগঠন নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে ৫২ বছরে পদার্পণ করলো। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের পথিকৃত এ.আই.বি.ই.এ. ও বি.পি.বি.ই.এ.-র উজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে ৭১ বছরে পা দিলে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে যেমন গর্বের তেমনি রাজ্য ফেডারেশনের ৫২ বছরও গর্ববোধ করে।

গত সম্মেলনে ফেডারেশনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সম্মেলন কলকাতায় হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও সভ্যদের একাংশের অনুরোধে বাঁকুড়া শহরে করার জন্য সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে বাঁকুড়া জেলার সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের বিশেষ সমস্যার জন্য কলকাতায় ১৯তম সম্মেলন হয় ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী '২০১৭ ভারতীয় ভাষা পরিষদ হলে। হাতে সময় কম থাকায় ৫০ বছর সম্মেলনের যেভাবে জাঁকজমক করে সম্মেলন হওয়া উচিত ছিল ঠিক সেভাবে করা সম্ভব হয়নি। নানা কারণে প্রতিনিধির সংখ্যা তুলনায় কম ছিল কিন্তু সম্মেলন যে কারণে করতে হয় তার নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতে রাজ্য নেতৃত্ব পিছুপা হয়নি।

সম্মেলনের প্রথমদিন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বি.পি.বি.ই.এ-এর চেয়ারম্যান সকলের শ্রদ্ধেয় নেতা কমঃ কমল ভট্টাচার্য্য। দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধি সম্মেলনের অধিবেশন সভা পরিচালনা করেন কমঃ অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার, ফেডারেশনের বয়জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট। সাধারণ সম্পাদক কমঃ তপন বোস প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি নানা তথ্যে ভরপুর ছিল। তার কিছু উল্লেখ করছি।

১। সারা ভারতে ২৩টি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পুনরুজ্জীবন পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারের অর্থে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ ছিল।

২। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ।

৩। দেশে বিমুদ্রাকরণের ফলে সার্বিক ক্ষতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সমস্যার উল্লেখ।

৪। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে ১৫ই ডিসেম্বর '২০১৬ তারিখে দাবী সনদ পেশ।

৫। প্রকাশ বক্সীর রিপোর্টে প্যাকসগুলির ব্যবসার পরিবর্তনের সুপারিশ বাতিলের আন্দোলন।

৬। ব্যাঙ্কে SLR নিয়মের পরিবর্তনের প্রতিবাদ।

৭। বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ.আর.ডি.বি. Revival Package।

৮। সকল সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য সমান পে-স্কেল ও চাকুরীর শর্তাবলী।

৯। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পেনশন আইন সংশোধন।

১০। অবসরপ্রাপ্ত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য সংগঠন।

১১। সমবায় কৃষি ও ঋণদান সমিতির কর্মচারীদের সংগঠন।

১২। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মুখপত্র সমবায় সংগ্রাম।

সম্মেলনে বি.পি.ই.বি.ই.-এর চেয়ারম্যান কমঃ কমল ভট্টাচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক কমঃ রাজেন নাগরের সংগঠনিক বক্তব্য পরামর্শ উপস্থিত সকলকে উজ্জীবিত করে। আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ও উপদেষ্টা কমঃ মনোরঞ্জন বোস সংগঠনের হাল শক্ত করে ধরে এগিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

সম্মেলনে ২৫ জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

উপদেষ্টা	ঃ	কমঃ মনোরঞ্জন বোস
সভাপতি	ঃ	কমঃ অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	কমঃ তপন বোস
সহকারী সাধারণ সম্পাদক	ঃ	কমঃ অশোক রায়

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির নেতৃত্বের সহযোগিতায় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৫০ বছর পেরিয়ে ৫২ বছরে পদার্পণ করেছে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজ্য সম্মেলন কলকাতার ভাষা পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দীর্ঘ ৫২ বছর যে সকল নেতৃত্ব ফেডারেশনকে লালিত ও পালিত করেছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় নেতৃত্ব আমাদের মধ্যে নেই। যাঁরা আজও জীবিত আছেন তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন এই সংগঠনের সঙ্গে বা অবসর নিয়েছেন। রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আজও বিদ্যমান। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ কমঃ প্রভাত কর ১৯৮৪ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ১৯৬৭ সালে গঠিত ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আমৃত্যু ফেডারেশনের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এত বড় ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ট্রেড ইউনিয়ন অভিজ্ঞ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং চলার

পথ দেখিয়েছিলেন। কমঃ মনোরঞ্জন বোস সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের কাঁথি সম্মেলন পর্য্যন্ত সেই দায়িত্ব সুষ্ঠ পালন করেছেন এবং সকলের অনুরোধে ফেডারেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। শুধু সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী নয় ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাঁকে ভরিয়ে দেয় তা সত্যিই গর্বিত করে সকলকে। পরবর্ত্তী সময়ে ফেডারেশনের পথ নিয়ে দীর্ঘদিন সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সংগঠিত করেছে পরামর্শ দিয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের, শিল্প বিরোধ আইনের খুঁটিনাটি পরামর্শ দেওয়ার একমাত্র আশ্রয় ছিল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই 'মনাদা'। ২০১৭ সালে এ.আই.বি.ই.এ.-র সম্মেলনে (চেন্নাই শহরে) প্রায় ৫ হাজার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও করতালির মধ্য দিয়ে 'মনাদা'কে সম্বর্ধনা জানালেন এ.আই.বি.ই.এ.-র নেতৃত্ব। আজও তিনি ব্যাঙ্ক কর্মাচীরদের জন্য ভাবেন। বর্তমানে তিনি মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে ফেডারেশনের কাজ করে চলেছেন। কমঃ সুশীল কুমার ঘোষ ছিলেন ফেডারেশনের কার্য্যকরী সভাপতি বি.পি.বি.ই.এ-এর সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের প্রথম সভাপতি ও এ.আই.বি.ই.এ-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তার সংগ্রামী জীবনের কথা সকলকে অনুপ্রাণিত করে। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য গঠিত পে কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ২০১৬ সালে তাঁর প্রয়াণে ব্যাঙ্ক কর্মীরা শোকাহত। এছাড়াও বি.পি.বি.ই.এ-এর সাধারণ সম্পাদক অজিত ব্যানার্জি ছিলেন একজন সংগ্রামী ব্যাঙ্ক কর্মচারী নেতৃত্ব। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সকল সময় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সকলকে মুগ্ধ করেছিল। কমঃ কমল ভট্টাচার্য্য ছিলেন বি.পি.বি.ই.এ.-র সাধারণ সম্পাদক সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও এ.আই.বি.ই.এ-এর সহকারী সম্পাদক। তিনি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রিয় নেতা, আজও বি.পি.বি.ই.এ.-র চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করে রাজ্যের ও দেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। বি.পি.বি.ই.এ.-র সাধারণ সম্পাদক ও এ.আই.বি.ই.এ.-র সভাপতি, ফেডাশেনের সিনিয়র সহ-সভাপতি কমঃ রাজেন নাগর। তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মাচারীদের ভরিয়ে তোলে। জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বি.পি.বি.ই.এ. জেলা কমিটির মাধ্যমে একসাথে চলার ও সংগঠিত করার ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি সারা ভারতের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রিয় নেতৃত্ব ও সকলকে নিয়ে চলার পথের দিশারী। কমঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি নদীয়া জেলার রাণাঘাট পিপিলশ ব্যাঙ্কের কর্মী হিসাবে ১৯৬৭ সালে ফেডারেশন গঠনে শুরু থেকে একসাথে চলা শুরু করেছিলেন। মনাদা ও সুশীলদার সহচার্যে এসে নিজেকে পরিচালিত করেন। ফেডারেশনের কাঁথি সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বে সহকারী সম্পাদক পদের দায়িত্ব চালিয়েছিলেন তিনি ছিলেন নীরব কর্মী ও সংস্কৃতি জগতের মানুষ। তাঁর সহৃদয় ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করতো। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের রজত জয়ন্তী বর্ষের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কমঃ তপন বোস। ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের শীর্ষ ব্যাঙ্ক সি.এল.ডি.বি.-তে কর্মচারী হিসাবে কর্মচারী সংগঠনে প্রবেশ। তার নেতৃত্ব আবার সংগঠনে নতুন করে জোয়ার আসে জেলায় জেলায় সমবায় কর্মচারীরা আরও সংগঠিত হয়। পরবর্ত্তী রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় সংগঠনে ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত

হয়ে সারা ভারতে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিতি বাড়ে। আজও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়, ভবানী অধিকারী, শিব শঙ্কর গাঙ্গুলী, বিরতি দে, সবিতাংশু রঞ্জন দত্তগুপ্ত, বলাই সামন্ত, অভয়পদ দে, হরনারায়ণ সীট, চন্ডী লাহিড়ী, তপন ভট্টাচার্য্য, ভবানী চক্রবর্ত্তী, প্রদীপ নাথ, অরূপ দত্ত, অজয় হাজরা, সুজয় হাজরা, জীবন প্রধান, মাধব ভট্টাচার্য্য, রবীন গাঙ্গুলী, অরূপ দত্ত, অমরনাথ বেরা, প্রফুল্ল পাল, ভুজঙ্গ ভূষণ পাহাড়ী, উমাশঙ্কর মজুমদার, বীরেন ব্যানার্জী, শিশির চ্যাটার্জী, মানস ঘোষ, ভবানী দত্ত, লক্ষণ কর্মকার, দেবদাস সাহা, শিবপ্রসাদ বাউল, আশীষ কুমার দাস, শ্যামাদাস রায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, অনজ রায়, বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, তীর্থঙ্কর নন্দী, রতন সেন, অশোক রায়, গঙ্গাধর মণ্ডল, সুদিব পাল ও অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার আরও অনেকে বিভিন্ন সময়ে ফেডারেশনের বিভিন্ন পদে থেকে গত ৫২ বছরে নানা কাজের মধ্য দিয়ে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সেবা করে এসেছেন। এখনও ফেডারেশনের রাজ্য কমিটিতে কমঃ মনোরঞ্জন বোস, কমল ভট্টাচার্য, রাজেন নাগর, তপন বোস, অমরেন্দ্রনাথ পোদ্দার, অশোক রায়, গঙ্গাধর মণ্ডল স্বক্রিয়াভাবে কাজ করছেন। অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার ৫২ বছর ধরে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত আছেন। অজান্তে কোন সময়ের সম্পাদকমণ্ডলীর কোন সদস্যের নাম বাদ গেলে তা যুক্ত করার সুযোগ করে দিতে অনুরোধ থাকবে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সভ্যদের কাছে বড় শক্তিমান সেই শক্তি সাফল্য আনতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে ২/১টি সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মী ছাড়া ফেডারেশনের জন্মের আগে বেশীরভাগ সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন অভিজ্ঞতা ছিল না শুধু তাই নয় ব্যাঙ্কের কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করা যায় বা করা উচিত এভাবনাও বেশীর ভাগ সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠানে ছিল না। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের একচেটিয়া সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ও আচার আচরণ কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ভাবনাটাকে জাগ্রত করে এবং আরও বেশী করে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেজন্যই কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্কের অগ্রণী কর্মচারীবৃন্দ অম্বুজাক্ষ মুখার্জী, রাখাল রাজ চট্টোপাধ্যায়, উমা শঙ্কর মজুমদার, বীরেন ব্যানার্জী, ভবানী অধিকারী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উদ্যোগ নিয়ে বি.পি.বি.ই.এ.-র রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পথ খুলে যায়। গড়ে উঠলো বারাসাত শহরে ফেডারেশনে রাজ্য কমিটি। বি.পি.বি.ই.এ-র শক্তি এদের কাছে বল ভরসা ছিল। কমঃ প্রভাত কর ও কমঃ মনোরঞ্জন বোসের মত ব্যক্তিত্ব রাজ্য কমিটিতে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন একজন সভাপতি অপরজন সাধারণ সম্পাদক। ফেডারেশনের অগ্রগতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলায় জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে। ফেডারেশনের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে সভা করে কর্মচারীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্য আসতে শুরু করলো। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে একটা জোয়ার এলো। এই ফেডারেশনের ছাতার তলায় তিন ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও শহর সমবায় ব্যাঙ্ক। কিছু ব্যাঙ্কের সংগঠন গড়ার মত কর্মচারী সংখ্যা ছিল না। মেদিনীপুরের ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নেতা বিরতি দে, ছোট ছোট ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সংগঠিত করে ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী অ্যাসোশিয়েশন গড়তে উদ্যোগ নিয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ঐ সংগঠন ফেডারেশনের

অন্তর্ভুক্ত হয়। ফেডারেশন সমবায় ব্যাঙ্ক ও কর্মচারীদের জীবন জীবিকার মান বাড়াতে প্রথমেই বেতন হার চালু করার প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সকল সমবায় ব্যাঙ্ক আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ফেডারেশনের চেষ্টায় ও আন্দোলনের ফলে পে কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনের কোন অফিস ছিল না আজও নেই। বি.পি.বি.ই.এ.-র ২০নং স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিস ছিল ফেডারেশনের ঠিকানা। কোলকাতার বুকে ২টি রাজ্যস্তরের সমবায় ব্যাঙ্ক থাকলেও প্রথমদিকে সেখানকার কর্মীদের মধ্যে থেকে সেইভাবে কোন নেতৃত্ব তৈরী হয়নি। ফলে জেলা থেকে কোলকাতায় এসে রাজ্য কমিটি চালানো সহজ ছিল না। কমঃ মনোরঞ্জন বোস সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির নেতৃত্ব ছিল কর্মচারীদের ভরসার স্থল। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে না থাকার ফলে এবং ঘন ঘন যোগাযোগের অভাব থাকায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের নেতৃবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং সক্রিয়ভাবে ফেডারেশনের সকল কাজে অংশগ্রহণ সকল সময় সেইভাবে সুযোগ হয়নি। সহ-সম্পাদক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিব শঙ্কর গাঙ্গুলী প্রভৃতি নেতৃত্ব মনাদা, সুশীলদা, অজিতদার সঙ্গে সে সময় বেশী যোগাযোগ করতেন। রাজ্যস্তরের আন্দোলনে অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অনেক সাহায্য করেছেন কিন্তু ফেডারেশনের গঠনের প্রথম যুগে তাদের সঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের একাত্মভাব ছিল না। পরবর্ত্তীকালে রাজ্য নেতৃত্বের উদ্যোগে জেলায় জেলায় বি.পি.বি.ই.এ. কমিটি গড়ার মধ্য দিয়ে কর্মাশিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা আরও কাছে আসে। সকল জেলাতেও সংগঠন শক্তিশালী ছিল না। এই সংগঠন নিয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্ব মোকাবিলা করেছে অনেক আন্দোলন। নর্থ ও সাউথ ২৪ পরগনা ও কোচবিহার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালন অব্যবস্থার জন্য ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। ফেডারেশনের যৌথ আন্দোলনে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনরায় ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা করেন এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ফলে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের অবস্থা ভাল হয়।

ব্যাঙ্কের পরিচালনায় কর্মাশিয়াল ব্যাঙ্কের মত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে পরিচালকমণ্ডলীতে কর্মচারী প্রতিনিধি রাখতে ফেডারেশন আন্দোলন অব্যাহত রাখে। সরকার সমবায় আইনে অন্তর্ভুক্তি করতে বাধ্য হয়। যা আমাদের গর্বিত করে। আইনের এই ধারা মহারাষ্ট্র ও মণিপুর ছাড়া আর কোনও রাজ্যে নেই। দুঃখের বিষয় আইন হলেও আজও আন্দোলন হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কে পরিচালকমণ্ডলীতে কর্মচারী প্রতিনিধি পাঠাতে।

ভারতে তথা এ রাজ্যে বার বার বিভিন্ন ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ক বিপর্যয় নেমে এসেছে। বালুরঘাট ও কোচবিহার এ.আর.ডি.বি. ব্যাঙ্ক আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় সমবায় দপ্তর লিকুইডেশনের প্রস্তাব আনে। ফেডারেশন ও বি.পি.বি.ই.এ.-র উদ্যোগে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ধর্ণা, ডেপুটেশন ও ধর্মঘটের ডাকও দেওয়া হয়। বালুরঘাট ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের আন্দোলনে ব্যাঙ্ক কর্মাচীরদের পরিবারের মহিলারা সামিল হয়েছিল। রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীর সঙ্গে ফেডারেশনের নেতৃত্বের বহু আলোচনার পর কর্মচারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও ব্যাঙ্ক চালু থাকার প্রশ্ন ও সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেও ঐ ২টি ব্যাঙ্কের লিকুইডেশনের প্রস্তাব প্রত্যাহার হয়।

সমবায় রুলের ৫৩(৭) ধারা সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন, প্রতিবাদ করা ও বাক স্বাধীনতা খর্ব করে। ফেডারেশনের নেতৃত্বে সকল জেলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ফেডারেশন সমবায় দপ্তরকে এই আইন প্রত্যাহারের দাবী রাখে। বিধানসভা অভিযান হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা পথে নামে। বহু আন্দোলনের ফলে ঐ আইন প্রত্যাহার হয়। কৃষ্ণমূর্তি পে কমিটির সুপারিশ কার্য্যকর করতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ অনিহা থাকায় বহুদিন গড়িয়ে যায় সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের পে-স্কেল পরিবর্তন করার বিষয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারী সংগঠন তাদের বেতন বৃদ্ধি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফেডারেশন অনেকদিন থেকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। ১৯৭৭ সালে ১৭ই ডিসেম্বর কার্য্যকরী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন হার ও চাকুরীর শর্তাবলীর দাবীপত্র সকল সমবায় ব্যাঙ্ক, শ্রম দপ্তর, সমবায় ব্যাঙ্ক ও মাননীয় সমবায় মন্ত্রীকে পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ব্রহ্মপ্রকাশ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে মডেল অ্যাক্ট চালু করার সুপারিশ করা হয়েছিল। ফেডারেশন মডেল অ্যাক্টের নানা বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করে। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা ভেবেছিল সারা দেশে বিশেষ করে এরাজ্য মডেল অ্যাক্ট কার্য্যকর হলে সমবায়ের মঙ্গল হবে। তাই ফেডারেশনের নেতৃত্ব রাজ্য সরকারের কাছে মডেল অ্যাক্ট অনুসারে রাজ্যে সমবায় পরিবর্তন করতে দাবী রাখে। অনেকদিন পর রাজ্য সমবায় দপ্তর থেকে জানান হয় কেন্দ্রীয় সরকার দেশে মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট করতে উদ্যোগ নিয়েছে। ঐ মাল্টি স্টেট অ্যাক্টে কি কি পরিবর্তন হয় তা দেখে নিয়ে রাজ্য সমবায় আইন পরিবর্তন করা হবে। ফেডারেশন সকল সময় সমবায় আইনের নানা পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে এবং রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত 'ল'কমিটির কাছে লিখিত প্রস্তাব ও ডেপুটেশন দিয়েছে।

সারা দেশে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে স্বয়ম্ভর হতে পারে সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বৈদ্যনাথন কমিটি গঠন করে। সমবায় ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় সংগঠন নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে এন বৈদ্যনাথনের সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির বিষয়ে কতগুলি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। বৈদ্যনাথন কমিটি সারা দেশে সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কৃষি ঋণদান সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, এ.আর.ডি.বি. প্রাথমিক ও শীর্ষ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করে। সারা দেশে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা বৈদ্যনাথন কমিটির রিপোর্ট চালু করার দাবী জানায়। আমাদের রাজ্যে এই রিপোর্ট ফেডারেশন চর্চা শুরু করে বিভিন্ন জেলায় ও বিভিন্ন শহরে এবং মতামত সংগ্রহ করে নানা নেতৃত্বের কাছ থেকে। কিছু কিছু মত পার্থক্য থাকলেও এই বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ চালু করার দাবী রাখে। ঐ সুপারিশে মুখ্য বিষয় ছিল সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শীটের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছ করা, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য, সমবায় প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত পরিচালকমণ্ডলী ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা এবং নানা স্কীমে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা। সরকারী হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়ে চালু করে। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে নাবার্ডের সঙ্গে চুক্তি করা হয় এবং সমবায় আইনের পরিবর্তনের ব্যবস্থাও হয়। আর্থিক সাহায্য দেওয়া

হলেও মাঝপথে, টাকা বন্ধ হলে সমস্ত স্কীমটি মুখ থুবড়ে পড়ে। ২/১ রাজ্য বৈদ্যনাথন কমিটি মেনে নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্কীমের বকেয়া টাকা পাওনা রয়েছে আজও টাকার দাবী নিয়ে চিঠি চালাচালি চলছে। সমবায়ের অগ্রগতির জন্য অনেক কমিটি ও স্কীম হলেও বেশীরভাগ সঠিকভাবে কার্য্যকর হয়নি।

ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শীর্ষ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে ডিপোজিট ব্যবসা শুরু হলেও সর্বত্র অগ্রগতি তেমনভাবে ঘটেনি। ফেডারেশন তৎপর হয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বি.আর. অ্যাক্টের আওতায় আনবার জন্য। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ থাকা সত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অনুমতি দেয়নি। Banking Regulation Act কেন ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক চালু হবে না এনিয়ে মিটিং আলাপ আলোচনা, ডেপুটেশন প্রভৃতি করা হয়। এমন কি জাতীয় স্তরের সেমিনার ১৯৮৮ সালে কোলকাতায় কলামন্দির হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এল.ডি.বি. কর্মচারী সংগঠনের নেতা কমঃ তপন কুমার বোস। এই সেমিনারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মাননীয় প্রণব মুখার্জী (বর্তমানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) উপস্থিত হয়ে মতামত দিয়েছিলেন। রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী মাননীয় ভক্তি ভূষণ মণ্ডল, উড়িষ্যা রাজ্যের এল.ডি.বি. শীর্ষ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আর. পট্টানায়ক ও এ.আই.বি.ই.এ-এর সাধারণ সম্পাদক তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। লোকসভার প্রায় ২০ জন এম.পি. কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী এম.বি.চৌহানকে ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কে বি.আর.অ্যাক্ট চালু করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও কেন্দ্রীয় সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি।

এক সময় বিভিন্ন সেক্টরে অর্থ লগ্নি করার জন্য সমবায় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, শহর সমবায় ব্যাঙ্ক ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। এই তিন ধরণের ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রমিক ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষকে ঋণ দিয়ে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে সাফল্য বেশী হয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসার ধরণ প্রায়ই একই রকম। একই ব্যবসায় সমবায়ের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলছে। ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক ব্যাঙ্কগুলি কাজ করার ফলে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ঘটছে না। ফেডারেশন এ সকল চিন্তাভাবনা ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বিস্তর প্রথার মধ্য দিয়ে। বিশেষ কারণে নর্থ ও সাউথ ২৪ পরগনা ও কোচবিহার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি হয়। সারা রাজ্যে দ্বিস্তর প্রথা চালু করতে প্রায় ২ দশক ধরে আন্দোলন করে এসেছে। কিন্তু যে কোন কারণে তা সফল হয়নি। বর্তমানে বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য্য পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করে ফেডারেশন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সকল সমবায় ব্যাঙ্কগুলির একত্রীকরণের মাধ্যমে একটি সমবায় রাজ্যে গড়ে তুলতে হবে। এ নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা চলছে। রাজ্যের সরকারের অধীনে একটি ব্যাঙ্ক করার পরিকল্পনা হয়েছিল। রাজ্যে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারের পরিচালিত হোক। এক সময় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন। ফেডারেশনের বক্তব্য ছিল বেশীরভাগ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নাবার্ড বা অন্য এজেন্সির কাছ থেকে টাকা ধার করে লগ্নী করতে হয়। ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পদ কম থাকায় আর্থিকভাবে

দুর্বল হচ্ছে। রাজ্যে একটি ব্যাঙ্ক হলে আমানত বৃদ্ধি পাবে। নিজেদের সম্পদ বাড়বে, রাজ্যবাসীর আস্থার পরিবর্তন ও একই নিয়ম চালু হলে সমবায় ব্যবসা ঘটিয়ে ব্যাঙ্কগুলি শক্তিশালী হবে। রাজ্যে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য ফেডারেশনের আন্দোলন অব্যাহত।

রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ঋণদান সমিতির প্রায় ৬০০০। ৫০০০-এর কিছু বেশী সমিতি প্রতিদিন কাজ করে চলেছে। সমিতিগুলির কর্মচারী সংখ্যা ১৫০০০ বেশী। ঐ কর্মচারীদের একটি সংগঠন গড়তে ফেডারেশন সমর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক সমিতিগুলির কাজকর্ম গ্রাম ও জেলাস্তরে সীমাবদ্ধ সেজন্য তাদের সাংগঠনিক কাজ রাজ্যস্তরে তেমনভাবে চোখে পড়েনি। মহাজাতি সদনে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে কয়েক হাজার কর্মচারীদের সামনে তাদের জন্য পে-স্কেল ও সার্ভিস কণ্ডিশন নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। সেই সম্মেলন কর্মচারীদের উৎসাহ উদ্দীপনা যেভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা ঐ কর্মচারী সংগঠন ধরে রাখতে পারিনি। কারণ ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ঐ সব প্রাথমিক সমিতির কর্মচারীরা রাজ্যস্তরে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৭৭ সালের পর একটি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগঠিত করে দাবী আদায়ের পথ প্রশস্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের আশা অনুযায়ী দাবী রাজ্য সরকার পূরণ করতে পারেনি। অ্যাডহক হিসাবে কিছু টাকা প্রতি মাসে কর্মচারীদের দেওয়ার ব্যবস্থা সমবায় দপ্তর থেকে করা হয়। দেশে অন্যান্য কর্ম শ্রেণীর মত সমিতির কর্মচারীরা আইনগতভাবে সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন সমিতির এদের যে বেতন দিয়ে থাকে তা যথেষ্ট নয় বেশীর ভাগ যে বেতন পায় তা বলার মত নয়। ফেডারেশন সিদ্ধান্ত ছিল কর্মচারীদের সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়নগত আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের পথ সুগম করা কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকায় সাফল্য আনতে পারেনি। ২/১ জেলায় ফেডারেশনের চেষ্টার ফলে কিছু কর্মচারীর অগ্রগতি ঘটলেও তা বলার মত নয়। আশা করা যায় কর্মচারীর বুঝতে ও জানতে সমর্থ হবে এবং অগ্রগতি ঘটবে।

রাজ্যে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশ, বিভিন্ন ইউনিটের আন্দোলনের রিপোর্ট, সমবায় নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে সমবায় সংগ্রাম প্রকাশিত হয়। যা বর্তমানে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়।

বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে এক বিরাট সংখ্যক কর্মচারী যারা ৭০-৮০-র দশকে নিয়োজিত হয়েছিলেন তারা অবসর গ্রহণ করেছেন। এই সকল কর্মচারী বন্ধুদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হলেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সমস্ত অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীরা তাদের অধিকাংশই অতি অল্প বেতনে কাজ করার ফলে তাদের অবসরকালীন প্রাপ্য-প্রভিডেন্ড ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি যেমন কম পেয়েছেন তেমনি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ একদম নেই বললেই চলে। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে যারা EPS-'95-এর অন্তর্ভুক্ত একমাত্র তারাই খুব নগণ্য পরিমাণে পেনশন পেয়ে থাকেন। জাতীয় পরিবর্তিত অর্থনীতির ফলে আমানতের সুদের হার ক্রমশ কমতে থাকায়—বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসা খরচ বেড়ে

যাওয়ায় এবং অগ্নিমূল্য বাজার দরের ফলে অবসরপ্রাপ্ত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। অর্থাভাবে বহু অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুচিকিৎসার অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। অবসরপ্রাপ্ত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দুর্দশা ও দুরবস্থার কথা মাথায় রেখেই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আমাদের রাজ্য সংগঠন তথা নিখিলবঙ্গ ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনে উপলব্ধির ফলে রিটায়ার্ড সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর জন্ম।

আমাদের প্রিয় সংগঠন নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগ ও বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন এবং বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পেনশনারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেদিনীপুর শহরের প্রতীক্ষা লজে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে আগামীদিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা ও নানাবিধ কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্যে একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়।

গত ২৮শে জুলাই ২০১৯ নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন নেতৃত্ব জাতীয় স্তরে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগী হন। AIBEA ও BPBEA-এর সহযোগিতায় ১৯৮৭ সালে কলকাতায় এক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে সারা ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন গড়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ABCBF-র নেতৃবৃন্দ কমরেড মনোরঞ্জন বোস, কমঃ সুশীল ঘোষ, কমঃ তপন কুমার বোস বিভিন্ন সময়ে AICBEF নেতৃত্ব দিয়েছেন। কমরেড তপন কুমার বোস দীর্ঘদিন AICBEF-এর ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে নেতৃত্ব দেবার পর বর্তমানে AICBEF-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নেতৃত্বে রয়েছেন। তার নেতৃত্বে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পেনশনের দাবীতে সারা ভারতব্যাপী ১৫।১১।২০১৯ একদিনের ধর্না কর্মসূচী রাজ্যগুলির রাজধানীতে পালিত হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ২৫শে আগষ্ট ২০১৯ মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এ এক সমাবেশের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করেন।

আগামী প্রজন্মকে ইতিহাসের এই পতাকা বয়ে নিয়ে যেতে হবে।